ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়, বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪)
৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

তারিখঃ ২০ আষাঢ় ১৪৩১ / ০৪ জুলাই ২০২৪

প্রশাসনিক পরিপত্র নং- ৩৬/২০২৪

কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের ৬৪৫তম সভায় 'পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ নীতিমালা-২০২৪' অনুমোদিত হয়েছে। পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত 'পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ নীতিমালা-২০২৪' কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সকলের অবগতির জন্য এতৎসঙ্গে জারি করা হলো।

০২। আলোচ্য নীতিমালা ০১ জুলাই ২০২৪ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(এস. এম. সিরাজুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সহকারী মহাব্যবস্থাপক/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিবি।
২. উপ-মহাব্যবস্থাপক/সিস্টেম ম্যানেজার, আইসিবি।
৩. মহাব্যবস্থাপক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, আইসিবি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহ।
৮. আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৯. আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়ন, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১০. অফিস কপি।

অনুলিপি (কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য):

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামিং ডিপার্টমেন্ট, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ নীতিমালা-২০২৪

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	**প্রারম্ভিক**	২-৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	**ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ**	৫
	পটভূমি	৫
	উদ্দেশ্য	৫
	ব্যবসা সংক্রান্ত নীতি	৫
তৃতীয় অধ্যায়	**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**	৬
চতুর্থ অধ্যায়	**নীতিমালার পরিধি, বিনিয়োগ/অর্থায়নের ভিত্তি, পোর্টফোলিও গঠন ও সম্পদ বরাদ্দ এবং বিনিয়োগ সীমাবদ্ধতা**	৭-৮
	নীতিমালার পরিধি	৭
	বিনিয়োগ/অর্থায়নের ভিত্তি	৭
	পোর্টফোলিও গঠন ও সম্পদ বরাদ্দ	৭
	বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতা	৮
পঞ্চম অধ্যায়	**পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও রিসার্চ টিম**	৯-১০
	পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি	৯
	কমিটির কর্মপরিধি	৯
	কমিটির সভা	৯
	কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব	৯-১০
	স্বার্থের দ্বন্দ্ব	১০
	ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত সুপারিশ লিপিবদ্ধকরণ ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ	১০
	রিসার্চ টিম	১০
ষষ্ঠ অধ্যায়	**বিনিয়োগ কৌশল**	১১
সপ্তম অধ্যায়	**প্রাইমারি মার্কেটে বিনিয়োগ**	১২-১৪
	ফিক্সড্ প্রাইস পদ্ধতি	১২
	বুক বিল্ডিং পদ্ধতি	১২
	বিডিং রিকমেন্ডেশন কমিটি	১২
	মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর আইপিওতে বিনিয়োগ	১৩
	ETF এর আইপিওতে বিনিয়োগ	১৪
অষ্টম অধ্যায়	**সেকেন্ডারি মার্কেটে বিনিয়োগ**	১৫-১৭
	মৌলভিত্তি বিশ্লেষণ	১৫
	টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ	১৭
নবম অধ্যায়	**বিনিয়োগ প্রত্যাহার কৌশল**	১৮
	বিনিয়োগ প্রত্যাহার কৌশল	১৮
	লোকসানে সিকিউরিটিজ বিক্রয়	১৮
দশম অধ্যায়	**স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি)**	১৯
	আইপিওতে বিনিয়োগ	১৯
	সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয়-বিক্রয়	১৯
একাদশ অধ্যায়	**বিনিয়োগ নিরীক্ষা ও তদারকি**	২০
	বিনিয়োগ নিরীক্ষা কমিটি	২০
	বিনিয়োগ তদারকি কমিটি	২০
দ্বাদশ অধ্যায়	**স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্টিং প্রসিডিউর (এসআরপি)**	২২
ত্রয়োদশ অধ্যায়	**বিবিধ**	২৩
	পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ	২৩
	তথ্যের গোপনীয়তা	২৩
	শৃঙ্খলা/শাস্তিমূলক ব্যবস্থা	২৩
	রহিতকরণ ও হেফাজত	২৩

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক (Introduction)

১.১ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম (Short title):

১.১.১ এ নীতিমালা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ নীতিমালা-২০২৪ নামে অভিহিত হবে।

১.২. গুরুত্বপুর্ণ সংজ্ঞা (Definitions):

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এই নীতিমালায়-

১.২.১ "কর্পোরেশন/আইসিবি" বলতে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত ''ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪'' (২০১৪ সালের ১২ নং আইন) বলে প্রতিষ্ঠিত ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-কে বুঝাবে;

১.২.২ "কমিশন" বলতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অ্যাক্ট, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সালের ১৫ নং আইন) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে বুঝাবে;

১.২.৩ ''স্টক এক্সচেঞ্জ'' অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন) এর অধীনে নিগমিত শেয়ার দ্বারা সীমিত দায় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, যা সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য একটি বাজার অথবা সিকিউরিটিজের ক্রেতা-বিক্রেতাদের কার্যক্রম পরিচালনায় সুবিধা প্রদান করে অথবা প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা সাধারণভাবে একটি এক্সচেঞ্জ এর সর্বপ্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ (সিএসই) এবং সময়ে সময়ে কমিশন কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন সনদ প্রাপ্ত অন্য কোন স্টক এক্সচেঞ্জকে বুঝাবে;

১.২.৪ "আরজেএসসি" বলতে "দি রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস" এর অফিস বুঝাবে, যেখানে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর আলোকে যৌথ মূলধনী কোম্পানিসমূহ নিবন্ধিত হয়;

১.২.৫ "পুঁজিবাজার" বলতে এমন একটি সিস্টেমকে বুঝাবে যার মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, বন্ড ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইত্যাদি লেনদেন হয়ে থাকে;

১.২.৬ "প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (IPO)" বলতে পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে কোন কোম্পানির শেয়ার প্রাথমিকভাবে অভিহিতমূল্যে অথবা প্রিমিয়ামসহ সাধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের নিকট বিক্রয় করার প্রক্রিয়াকে বুঝাবে;

১.২.৭ "কোম্পানি" অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন) অনুযায়ী গঠিত এবং দি রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এ নিবন্ধিত কোন যৌথ মূলধনী কোম্পানিকে বুঝাবে;

১.২.৮ "ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি" বলতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক প্রণীত **Credit Rating Companies Rules, 1996** অনুযায়ী an investment adviser company which intends to engage in or is so engaged primarily in the business of evaluation of credit or investment risk through a recognized and formal process of assigning rating to present or proposed loan obligations or equity of any business enterprise;

১.২.৯ "ইক্যুইটি সিকিউরিটি" বলতে কোন স্টক বা হস্তান্তর যোগ্য শেয়ার (প্রেফারড্ বা কমন), মালিকানার প্রতিনিধিত্ব স্বরূপ/ভোটাধিকার সমৃদ্ধ অনুরূপ সিকিউরিটি, বিনিময়সহ/বিনিময়বিহীন কোন কনভার্টেবল সিকিউরিটি, ওয়ারেন্ট বা রাইট শেয়ার ইত্যাদি বুঝাবে;

১.২.১০ "বিনিয়োগ" বলতে বর্তমানের উপার্জনকৃত/সঞ্চিত অর্থ অথবা পুঁজি ভবিষ্যতের বৃহত্তর ক্রয় ক্ষমতা অর্জনের প্রয়াসে লগ্নি করা অর্থকে বুঝাবে;

১.২.১১ "বিনিয়োগযোগ্য পণ্য" বলতে ইক্যুইটি সিকিউরিটি, মেয়াদি ও বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইত্যাদিকে বুঝাবে;

১.২.১২ "গ্রুপ অব কোম্পানিজ" অর্থ এমন একাধিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেগুলো একটি একক বা খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক সত্তা হিসেবে কাজ করে অথবা একই কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যক্রম পরিচালনা করে অথবা যাদের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা অভিন্ন যেমনঃ মূল কোম্পানি (parent), সহযোগী (associate), সহায়ক (subsidiaries) এবং সিস্টার কনসার্ণ (sister concerns)-দেরকে বুঝাবে;

১.২.১৩ "রিলেটেড পার্টি" বলতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন পাবলিক ইস্যু রুলস্ ২০১৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (বিএএস)-২৪ এর আলোকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা পক্ষ (দের) কে বুঝাবে;

১.২.১৪ "ঋণখেলাপি" বলতে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) অনুযায়ী কোন দেনাদার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কে বুঝাবে যার নিজের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত অগ্রিম, ঋণ বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ বা উহার উপর অর্জিত সুদ বা উহার মুনাফা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার ছয় মাস অতিবাহিত হয়েছে;

১.২.১৫ "মূল্য সংবেদনশীল তথ্য" অর্থ এরূপ তথ্য যা প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটির বাজার মূল্য প্রভাবিত হতে পারে এবং নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে, যথাঃ-

(০১) কোম্পানির আর্থিক অবস্থা সম্পর্কিত প্রতিবেদন বা এতৎসংক্রান্ত মৌলিক তথ্য;
(০২) লভ্যাংশ সংক্রান্ত তথ্য;
(০৩) সিকিউরিটি হোল্ডারগণকে রাইট শেয়ার, বোনাস ইস্যু করা বা অনুরূপ সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত;
(০৪) কোম্পানি কর্তৃক কোন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত;
(০৫) কোম্পানির বিএমআরই (BMRE) বা নূতন ইউনিট স্থাপন সংক্রান্ত তথ্য;
(০৬) কোম্পানির কার্যাবলীর ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন (যেমন-উৎপাদিত সামগ্রী, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন বা এতদসম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি);
(০৭) কমিশন কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন তথ্য।

১.২.১৬ "পোর্টফোলিও" বলতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ধারণকৃত সমুদয় সিকিউরিটিসমূহকে বুঝাবে;

১.২.১৭ "পোর্টফোলিও ম্যানেজার (Portfolio Manager)" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি, নিজস্ব পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি, মক্কেলকে তার সিকিউরিটিসমূহ বা তহবিল ব্যবস্থাপনা ও এতদসংক্রান্ত পরামর্শ/উপদেশ দিয়ে থাকেন বা মক্কেলের পক্ষে সিকিউরিটিসমূহ বা তহবিলের ব্যবস্থাপক হন বা মক্কেলের সিকিউরিটিসমূহ বা তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন;

১.২.১৮ "মার্চেন্ট ব্যাংকার" বলতে এমন কোন ব্যক্তিকে বুঝাবে, যিনি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ বা সময় সময় এতদ্ বিষয়ে জারিকৃত বিধিমালা এর অধীন কর্পোরেট উপদেষ্টা, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, অবলেখক এবং/অথবা ইস্যু ব্যবস্থাপক হিসেবে যাবতীয় কাজ করার জন্য নিবন্ধন সনদ প্রাপ্ত হয়েছেন;

১.২.১৯ "আর্থিক হিসাব বিবরণী" বলতে ব্যালান্স শীট, লাভ-লোকসান হিসাব বা আয়-ব্যয় বিবরণী, ক্যাশ প্রবাহ বিবরণী, ইক্যুইটি পরিবর্তন বিবরণী এবং হিসাব সংক্রান্ত নোটকে বুঝাবে;

১.২.২০ "মিউচ্যুয়াল ফান্ড" অর্থ ট্রাস্ট আকারে গঠিত এমন কোন ফান্ড যার উদ্দেশ্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ অনুসারে অর্থ বাজার ইনস্ট্রুমেন্টে বিনিয়োগের জন্য এক বা একাধিক স্কীমের অধীন জনসাধারণের নিকট ইউনিট বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ;

১.২.২১ "বে-মেয়াদি স্কীম (Open-end)" বলতে কোন মিউচ্যুয়াল ফান্ডের এমন কোন স্কীম বা ব্যবসা কে বুঝাবে যা পরিশোধের জন্য কোন মেয়াদ ও স্কীমের পরিমাণ র্নিধারণ না করে ইউনিট বিক্রয়ের প্রস্তাব করে এবং বুক ক্লোজারের সময় ব্যতিরেকে সারা বছর ধরে ক্রয় ও পুনঃক্রয়ের সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করে;

১.২.২২ "মেয়াদি স্কীম (Close-end)" অর্থ এমন কোন স্কীম বা ব্যবসা যার পরিপক্কতার মেয়াদ নির্ধারিত থাকে, ফান্ডের আকার শুধুমাত্র পুনঃবিনিয়োগ এর মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে পারে;

১.২.২৩ "সমন্বিত বিনিয়োগ স্কীম (Collective Investment Scheme)" অর্থ কমিশন কর্তৃক সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে গঠিত কোন বিনিয়োগ স্কীম বা ব্যবসা, যার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে উক্ত ফান্ড আয় অথবা মুনাফা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পদে বিনিয়োগ করা;

১.২.২৪ "স্পেশাল পার্পাস ফান্ড (Special Purpose Fund)" অর্থ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত ফান্ড যার গঠন প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বেই কমিশনের অনুমোদন প্রয়োজন;

১.২.২৫ "বর্ধিষ্ণু বিনিয়োগ স্কীম (Growth Fund)" অর্থ এমন কোন বিনিয়োগ স্কীম যার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো স্বল্প মেয়াদে অধিক মুনাফার পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদে মূলধন প্রবৃদ্ধি (Capital Appreciation);

১.২.২৬ "সম্পদ ব্যবস্থাপক (Asset Manager)" অর্থ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক মক্কেলের ফান্ড ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর অধীন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোন কোম্পানি, যা কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত;

১.২.২৭ "ট্রাস্টি (Trustee)" অর্থ এমন কোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বা কোন কোম্পানি যা মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পত্তি ট্রাস্টি ব্যবস্থাধীনে রাখার উদ্দেশ্যে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর ২০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত;

১.২.২৮ ''হেফাজতকারী (Custodian)'' অর্থ এমন কোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, ডিপোজিটরী বা কোন কোম্পানি যা সিকিউরিটিসমূহ হেফাজতে রাখার কাজে নিয়োজিত থাকার (গ্রাহকের পক্ষে সিকিউরিটিসমূহ সরবরাহের কিংবা ক্লিয়ারিং পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করার) উদ্দেশ্যে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর ৩৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত;

১.২.২৯ ''উদ্যোক্তা (Sponsor)'' অর্থ কোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, স্বীকৃত তথা রেজিস্টার্ড ট্রাস্ট ফান্ড, পেনশন ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড, সুপার অ্যানুয়েশন ফান্ড, সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বৈদেশিক ফান্ড, যা এককভাবে বা মিলিতভাবে কোন মিউচ্যুয়াল ফান্ড গঠন করে;

১.২.৩০ ''প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী'' বলতে কোন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট, সমবায় সমিতি, পেনশন ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইনডাউমেন্ট ফান্ড এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

১.২.৩১ "প্রাইমারি মার্কেট" বলতে এমন একটা মার্কেটকে বুঝাবে যার মাধ্যমে প্রাথমিক গণ প্রস্তাব বা আইপিওর মাধ্যমে কোন কোম্পানি সরাসরি বিনিয়োগকারীর নিকট হতে মূলধন সংগ্রহ করে;

১.২.৩২ "ফিক্সড প্রাইস মেথড" বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝাবে যার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে কোন কোম্পানির শেয়ার ফেসভ্যালু বা অভিহিত মূল্যে বিনিয়োগকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হয়;

১.২.৩৩ "বুক বিল্ডিং মেথড" বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝাবে যার মাধ্যমে কোন কোম্পানির শেয়ার অভিহিত মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে অর্থাৎ প্রিমিয়ামসহ পুঁজিবাজারে আসতে চাইলে "বুক বিল্ডিং মেথড" এ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া শেষে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। এছাড়াও Direct Listing মেথড এ কোন কোম্পানি সরাসরি পুঁজিবাজারের সেকেন্ডারি মার্কেটে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকে;

১.২.৩৪ "সেকেন্ডারি মার্কেট" বলতে এমন একটি মার্কেটকে বুঝাবে যার মাধ্যমে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের সিকিউরিটিসমূহ লেনদেন হয়ে থাকে;

১.২.৩৫ "ওভার দি কাউন্টার (ওটিসি) মার্কেট" বলতে এমন একটি নেটওয়ার্ক বা সিস্টেমকে বুঝাবে যার মাধ্যমে তালিকা বহির্ভূত বা মূল মার্কেট হতে তালিকাচ্যুত কোম্পানিসমূহের শেয়ার লেনদেন হয়ে থাকে;

১.২.৩৬ "প্রাইভেট প্লেসমেন্ট" অর্থ কোন ইস্যুয়ার কোম্পানি কর্তৃক কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছে পাবলিক অফার বা প্রাথমিক গণপ্রস্তাব ব্যতীত সিকিউরিটিজ অফারকে বুঝাবে;

১.২.৩৭ "প্রি আইপিও প্লেসমেন্ট" বলতে কোন কোম্পানির শেয়ার/বন্ড/ডিবেঞ্চার এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ড/অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড পুঁজিবাজারে প্রাথমিক গণ প্রস্তাবের পূর্বে সাধারণ অথবা প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের নিকট প্রাথমিক গণ প্রস্তাবের কিছু অংশ বিক্রি করার প্রক্রিয়াকে বুঝাবে;

১.২.৩৮ "কোয়ালিফাইড ইনভেস্টর (Qualified Investor) বা QI" বলতে Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Company) Rules, 2022. এ Qualified Investor এর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, সে সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে;

১.২.৩৯ "কোয়ালিফাইড ইনভেস্টর অফার (Qualified Investor Offer) বা QIO"" বলতে Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Company) Rules, 2022. এ QIO এর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, সে সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে;

১.২.৪০ "এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড বা ETF" বলতে " Bangladesh Securities and Exchange Commission (Exchange Traded Fund) Rules, 2016 এ ETF এর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, সে সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে;

১.২.৪১ "রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (REITS)" হলো একটি বিনিয়োগ তহবিল (Investment fund) যা আয়-উৎপাদনকারী (Income producing) রিয়েল এস্টেট এ বিনিয়োগ করে থাকে;

১.২.৪২ "প্রাইভেট প্লেসমেন্ট" বলতে সিকিউরিটিজ ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল উত্তোলনের এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় যেখানে সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ ব্যতীত বা সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের নিকট সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের প্রস্তাবের পূর্বে বৃহৎ বা প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীগণের নিকট সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের প্রস্তাব প্রদান করা হয়;

১.২.৪৩ "কর্মকর্তা/কর্মচারি" বলতে আইসিবিতে কর্মরত যে কোন পদমর্যাদার কর্মকর্তা/ কর্মচারিকে বুঝাবে এবং আইসিবির সাব-সিডিয়ারিসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারিও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন;

১.২.৪৪ **"পরিবারের সদস্য"** বলতে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা, ১৮ বছরের কম বয়স্ক ভাই, অবিবাহিত এবং বিধবা বোন, মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং সন্তানদেরকে বুঝাবে;

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

২.১ পটভূমি

দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালায় দ্রুত কার্যকরী পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ১৯৭৬ সালের ১ অক্টোবর তারিখে ''দি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬'' (১৯৭৬ সালের ৪০ নং অধ্যাদেশ) বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের দ্রুত শিল্পায়নে এবং সুসংহত ও সক্রিয় পুঁজিবাজার, বিশেষ করে সিকিউরিটিজ বাজার উন্নয়নে আইসিবির প্রতিষ্ঠা সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কোম্পানিসমূহের মূলধন স্বল্পতা পূরণে আইসিবি প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি ও জাতীয় নীতিমালার আলোকে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রয়াসে আইসিবি অপরিহার্য এবং নির্ভরযোগ্য ভূমিকা রাখে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আইসিবি অবলেখন সহায়তাসহ অগ্রিম তথা সেতুঋণ, ইক্যুইটির বিপরীতে ঋণ (শেয়ার পুনঃক্রয়) ইত্যাদি উপায়ে প্রকল্পে অর্থায়ন করে আসছিল। পরবর্তীতে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রকে সম্প্রসারণের অংশ হিসাবে ডিবেঞ্চার, প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট, ইক্যুইটি পার্টিসিপেশন, ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রিম, বন্ড, লিজিং ইত্যাদি ইনস্ট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে আইসিবি অর্থায়নের পরিধি বৃদ্ধি করে।

দি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ২৪ নং আইন) বলে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠন ও পরিচালনার মাধ্যমে আইসিবির ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার কৌশল ও নীতিতে সংস্কার সাধিত হয়েছে। বর্তমানে কর্পোরেশন ''ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪'' (২০১৪ সালের ১২ নং আইন) অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।

২.২: উদ্দেশ্য

(০১) বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও উৎসাহ প্রদান;
(০২) পুঁজিবাজার উন্নয়ন;
(০৩) সঞ্চয় সংগ্রহ; এবং
(০৪) প্রাসঙ্গিক সকল প্রকার সহায়তা প্রদান।

২.৩: ব্যবসা সংক্রান্ত নীতি

(০১) শিল্প, বাণিজ্য, আমানতকারী, বিনিয়োগকারী এবং সাধারণ জনগণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা;
(০২) কারিগরি, আর্থিক ও বাণিজ্যিকভাবে সম্ভাবনাময় প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
(০৩) একক ভাবে অথবা ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে প্রকল্পে ইক্যুইটি ও ঋণ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
(০৪) দেশে উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং তাঁদের উৎসাহ প্রদান;
(০৫) বিনিয়োগ বৈচিত্র্যকরণ;
(০৬) সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কারীদের উদ্বুদ্ধকরণ;
(০৭) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
(০৮) কৃষিভিত্তিক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাতে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণ ও সম্প্রসারণ।

তৃতীয় অধ্যায়
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩.১. লক্ষ্য (Goals):

সম্ভাবনাময় সিকিউরিটিজ-এ বিনিয়োগের মাধ্যমে পুঁজিবাজারের উন্নয়ন, বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ এবং শিল্পায়ন তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

৩.২. উদ্দেশ্য (Objectives):

সম্ভাবনাময় সিকিউরিটিজ-এ বিনিয়োগ কর্পোরেশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। অর্থায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্ভাব্য ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। যথাযথ খাত ও সিকিউরিটিজ নির্বাচন অনেকাংশে সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল হিসেবে কাজ করে। কাজেই এ নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাযথ খাত ও সিকিউরিটিজ নির্বাচনের মাধ্যমে কর্পোরেশনের সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাস করা। এছাড়া কর্পোরেশনের বিনিয়োগযোগ্য, বিনিয়োগতব্য ও বিনিয়োগকৃত সম্পদের কার্যকর সঠিক মূল্যায়ন, নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের কাজে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করাও এ নীতিমালার উদ্দেশ্য। এ নীতিমালা সিকিউরিটিজ মার্কেট সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন আইন, বিধি-বিধান, প্রবিধানমালা, গাইডলাইনস্, অর্ডার, নোটিফিকেশনস্ এর ধারা/উপ-ধারাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বর্ণিত হয়েছে:

(০১) বিনিয়োগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান;
(০২) সিকিউরিটিজ মার্কেট সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন, বিধি-বিধান, প্রবিধানমালা, গাইডলাইনস্, অর্ডার, নোটিফিকেশনস্ এর ধারা/উপ-ধারার আলোকে এতদ্‌সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়বস্তু, কার্যক্রম বা পক্ষের সংজ্ঞায়ণ;
(০৩) বিনিয়োগের জন্য যথাযথ খাত নির্ধারণ ও সুযোগ চিহ্নিতকরণ;
(০৪) চিহ্নিত খাতসমূহে সু-সংগঠিত বিনিয়োগ প্রক্রিয়া নির্ধারণ;
(০৫) বিনিয়োগের রিটার্ণ মূল্যায়নের জন্য মানদন্ডের ভিত্তি নির্ধারণ;
(০৬) বিনিয়োগ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কর্মচারিগণের মধ্যে দায়িত্ব অর্পণ ও দিক নির্দেশনা প্রদান;
(০৭) খাত ভিত্তিক সম্পদ শ্রেণিকরণ, বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি নির্ধারণ, সম্পদ বরাদ্দকরণ, ঝুঁকি সহনশীলতা, সামষ্টিক দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ রিটার্ণ ইত্যাদি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা স্থাপন;
(০৮) বিনিয়োগ নীতিমালায় উল্লিখিত নির্দেশনা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ সম্পর্কে সকল পক্ষকে ধারণা প্রদান;
(০৯) কর্পোরেশনসহ স্টেক হোল্ডারদের স্বার্থ সুরক্ষা ও ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে সক্রিয় ও টেকসই পুঁজিবাজার উন্নয়নে অবদান রাখা।

চতুর্থ অধ্যায়

নীতিমালার পরিধি, বিনিয়োগ/অর্থায়নের ভিত্তি, পোর্টফোলিও গঠন ও সম্পদ বরাদ্দ এবং বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতা

৪.১. নীতিমালার পরিধি (Scope of the Investment Policy)

৪.১.১. আলোচ্য নীতিমালা পুঁজিবাজারে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মার্কেটের নিম্নোক্ত সিকিউরিটিজসমূহে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে:-

(ক) **ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ:**
(০১) কমন স্টক;

(খ) Debt সিকিউরিটিজ:

(০১) ট্রেডেবল কর্পোরেট বন্ড;
(০২) সরকারি বিল/বন্ড;

(গ) ট্রেডেবল মিউচ্যুয়াল ফান্ড;

(ঘ) এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ETF);

(ঙ) রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (REITS)

৪.১.২. উল্লিখিত সিকিউরিটিজ ছাড়াও বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে সেকেন্ডারি মার্কেটে বিদ্যমান অন্যান্য যেকোন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের বিষয়টি আলোচ্য নীতিমালার পরিধিভুক্ত হবে। এছাড়া, ভবিষ্যতে পুঁজিবাজারে স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনযোগ্য নতুন ধরনের কোন সিকিউরিটিজ অন্তর্ভুক্ত হলে উক্ত সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের বিষয়টিও আলোচ্য নীতিমালার পরিধিভুক্ত হবে।

৪.১.৩. যেকোন সিকিউরিটিজের প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এ বিনিয়োগ এবং নন-ট্রেডেবল বন্ড ও অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডে বিনিয়োগ আলোচ্য নীতিমালার পরিধিভুক্ত হবে না। তবে যে সকল সিকিউরিটিজ ও ওপেন এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড প্রাইভেট প্লেসমেন্ট হলেও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রসপেক্টাস ইস্যুকৃত এবং/বা আইপিও সদৃশ, ইলেকট্রনিক্স সাবস্ক্রিপশন সিস্টেম (ESS) এর মাধ্যমে সাবস্ক্রিপশন গ্রহণ করা হয়, এরূপ সিকিউরিটিজ এর প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এ বিনিয়োগ আলোচ্য নীতিমালার পরিধিভুক্ত হবে। এছাড়া, সেকেন্ডারি মার্কেটে বন্ডে বিনিয়োগ আলোচ্য নীতিমালার পরিধিভুক্ত হবে।

৪.২. বিনিয়োগ/অর্থায়নের ভিত্তি (Base of Investment/Financing):

(০১) আইসিবির ম্যান্ডেট এবং ভিশন ও মিশন অনুযায়ী বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
(০২) বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের পুরোটাই একই খাতে বিনিয়োগ নয়, পোর্টফোলিওর সামগ্রিক বৈচিত্রতা (overall diversification) বজায় রাখা;
(০৩) সিকিউরিটিজ বাজারে বিনিয়োগ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদি বিধায় প্রয়োজনীয় তারল্য নিশ্চিত করা;
(০৪) বিনিয়োগ মানে নিশ্চিত লাভ-এই ধারনায় বিনিয়োগ নয়। প্রতিটি বিনিয়োগে ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে অর্থাৎ সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ (Potential risks) বিশ্লেষণ করে বিনিয়োগ করা;
(০৫) সকল ধরনের বিনিয়োগ/অর্থায়নের ক্ষেত্রে কোম্পানি/সিকিউরিটিজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন যথা: উদ্যোক্তা পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা, অভিজ্ঞতা, আর্থিক সক্ষমতা, লাভজনকতা, পণ্য/সেবা সম্পর্কে ধারণা, গ্রাহক দৃষ্টিভঙ্গি, সরকারি নীতি, ভবিষ্যত সম্ভাবনা ইত্যাদি;
(০৬) প্রাসঙ্গিক সকল আইন, বিধি-বিধান, প্রবিধানমালা, গাইডলাইনস্, অর্ডার, নোটিফিকেশন এবং আইসিবির নিজস্ব নীতিমালা দৃঢ়ভাবে মেনে চলা;
(০৭) সরকার কর্তৃক অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত কোম্পানিতে বিনিয়োগ/অর্থায়নে গুরুত্ব প্রদান করা;
(০৮) পুঁজিবাজার পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখা ও অস্বাভাবিক পতন হতে উত্তরণের জন্য সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৪.৩ পোর্টফোলিও গঠন ও সম্পদ বরাদ্দ (Portfolio Composition and Asset Allocation):

(০১) মোট সম্পদের কী পরিমাণ, কোন খাতে, কত সময়ের জন্য, কীভাবে বিনিয়োগ করা হবে এবং পোর্টফোলিও রি-ব্যালেন্সিং এর বিষয়ে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি সময়ে সময়ে সুপারিশ করবে।

(০২) মেয়াদের ভিত্তিতে (In terms of tenure) এবং সিকিউরিটিজের ভিত্তিতে (In terms of securities) পোর্টফোলিওর গঠন নির্ধারণ করা হবে।

(ক) মেয়াদের ভিত্তিতে গঠন (Composition in terms of tenure):

(অ) স্বল্প মেয়াদী (Short term): ০১ বছরের চেয়ে কম সময়ের জন্য বিনিয়োগ।
(আ) মধ্য মেয়াদী (Mid term): ০১ বছর হতে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিনিয়োগ।
(ই) দীর্ঘ মেয়াদী (Long term): ০৩ বছর ও তদূর্ধ্ব সময়ের জন্য বিনিয়োগ।

(খ) সিকিউরিটিজের ভিত্তিতে গঠন (Composition in terms of securities):

(অ) ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ;
(আ) Debt সিকিউরিটিজ (যেমন:- ট্রেজারি বন্ড, ট্রেজারি বিল ইত্যাদি);
(ই) মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এক্সচেঞ্জ টেড্রেড ফান্ড, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (REITS) ইত্যাদি।

৪.৪ বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতা (Investment Limitations):

(ক) একক সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ (Single Security Exposure):

পোর্টফোলিওতে কোন কোম্পানির পরিশোধিত মুলধনের ১০% এর অধিক শেয়ার ধারণ করা যাবে না।

(খ) জেড ক্যাটাগরিভুক্ত ইন্সট্রুমেন্ট এ বিনিয়োগ (Investment in Z Category Instrument):

কর্পোরেশন "জেড" ক্যাটাগরিভুক্ত ইন্সট্রুমেন্ট এ বিনিয়োগ হতে বিরত থাকবে। তবে, পূর্বের ক্রয়কৃত কোন সিকিউরিটিজ জেড ক্যাটাগরিতে স্থানান্তরিত হলে বিনিয়োগ প্রত্যাহার কৌশল হিসেবে গড় ক্রয়মূল্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনে জেড ক্যাটাগরিভুক্ত ইন্সট্রুমেন্টে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

(গ) ঋণখেলাপি কোম্পানিতে বিনিয়োগ (Investment in Loan Defaulter Company):

কোন কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি রিপোর্টে ঋণ খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হলে বা সিআইবি রিপোর্টে কোনরূপ সমস্যা থাকলে বা ঋণ অনাদায়ে বিচারের সম্মুখীন হলে উক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা যাবে না।

(ঘ) ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যের অপর্যাপ্ততা (Inadequate information regarding business operation):
যে সকল কোম্পানির মূল ব্যবসায়িক কার্যক্রম (Core business operation) সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় না বা ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলমান আছে কী না সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই, সে সকল কোম্পানির সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা যাবে না।

(ঙ) মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ (Investment in Mutual Fund)

(০১) কোন মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার (Sponsor) বিনিয়োগের সমপরিমাণ অথবা কম বিনিয়োগ করা;

(০২) কোন লিস্টেড বা নন-লিস্টেড মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি অথবা কাস্টডিয়ান হিসেবে আইসিবি দায়িত্ব পালন করলে উক্ত ফান্ডে আইসিবি বা ইউনিট ফান্ড কর্তৃক বিনিয়োগ হতে বিরত থাকা।

(চ) ETF এ বিনিয়োগ (Investment in ETF)

(০১) কোন ETF এ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার (Sponsor) বিনিয়োগের সমপরিমাণ অথবা কম বিনিয়োগ করা;

(০২) ETF এর ট্রাস্টি অথবা কাস্টডিয়ান হিসেবে আইসিবি দায়িত্ব পালন করলে উক্ত ফান্ডে আইসিবি বা ইউনিট ফান্ড কর্তৃক বিনিয়োগ হতে বিরত থাকা।

পঞ্চম অধ্যায়

পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও রিসার্চ টিম (Portfolio Management Committee and Research Team)

৫.১. পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি:

কর্পোরেশনের বিভিন্ন পোর্টফোলিওতে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ের লক্ষ্যে একটি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি থাকবে। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর **"পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি"** নিম্নরূপে গঠিত হবে:

(০১)	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	সভাপতি
(০২)	মহাব্যবস্থাপক, অপারেশনস্	সদস্য
(০৩)	মহাব্যবস্থাপক, অ্যাকাউন্টস্ এন্ড ফাইন্যান্স	সদস্য
(০৪)	উপ-মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্স ডিভিশন	সদস্য
(০৫)	উপ-মহাব্যবস্থাপক, প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিভিশন	সদস্য
(০৬)	উপ-মহাব্যবস্থাপক, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন	সদস্য
(০৭)	সহকারী মহাব্যবস্থাপক, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	সদস্য সচিব
(০৮)	সহকারী মহাব্যবস্থাপক, স্টক মার্কেট এনালাইসিস্ ডিপার্টমেন্ট	সদস্য

৫.১.১. কমিটির কার্যপরিধি:

কমিটি আইসিবি ও আইসিবি পরিচালিত ইউনিট ফান্ড এর পোর্টফোলিওতে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়, আইপিও/কিউআইও ও রাইটস শেয়ার এ বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাদির বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে। পুঁজিবাজার পরিস্থিতি, তহবিলের পর্যাপ্ততা/প্রয়োজনীয়তা, পোর্টফোলিওতে ধারণকৃত সিকিউরিটিজের অবস্থা, সিকিউরিটিজের বিনিয়োগ যোগ্যতাসহ বিভিন্ন বিশ্লেষণ ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি সময়ে সময়ে যথোপযুক্ত বিনিয়োগ কৌশল নির্ধারন করবেন।

৫.১.২. কমিটির সভা:

(০১) প্রতি ট্রেডিং দিবসে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে লেনদেন শুরুর পূর্বে কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে জরুরি প্রয়োজনে ট্রেডিং চলাকালীন অথবা অন্য যেকোন সময় কমিটির সভা আয়োজন করা যাবে।

(০২) কমিটি সভায় ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম পূরণ হবে। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত কমিটির জ্যেষ্ঠতম সদস্য সভাপতি এবং সদস্য সচিবের অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত কমিটির কনিষ্ঠতম সদস্য সভার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

(০৩) কমিটির সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে কমিটির সুপারিশ গৃহীত হবে।

(০৪) কমিটির সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের কমিটির সভায় গৃহীত যে কোন সুপারিশের বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দেয়ার অধিকার থাকবে এবং তিনি বিষয়টি ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা ইনভেস্টমেন্ট অডিট কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে পারবেন। নোট অব ডিসেন্ট এর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রদান/পুনর্বিবেচনা/পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনরায় পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে প্রেরণ করতে বা সরাসরি বিনিয়োগ তদারকি কমিটিতে (Investment Oversight Committee) উপস্থাপন করতে পারবেন।

৫.১.৩. কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব:

৫.১.৩.১. সভাপতি:

সভাপতি কমিটির প্রতিটি সভা কার্যকরভাবে, পরিকল্পিত উপায়ে, সুশৃঙ্খল ও দক্ষতার সাথে নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালনা নিশ্চিত করবেন।

৫.১.৩.২. সদস্য:

কমিটির প্রত্যেক সদস্য নীতিমালায় বর্ণিত বিনিয়োগ কৌশল ও পদ্ধতির আলোকে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদান করবে।

৫.১.৩.৩. সদস্য সচিব:

সভাকে কার্যকরভাবে পরিচালনার নিমিত্ত সদস্য সচিব কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগপূর্বক সভার আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করবেন এবং কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন। বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের জন্য সদস্য সচিব কমিটির সভার কার্যবিবরণী/সুপারিশ নোট করবেন এবং তা সংকলনের ব্যবস্থা করবেন।

৫.১.৩.৪. স্বার্থের দ্বন্দ্ব (Conflict of interest):

(০১) কমিটির প্রত্যেক সদস্য পেশাগত প্রতিশ্রুতি, বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তা এবং নৈতিকতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন এবং নিজেদেরকে ও কমিটিকে স্বার্থের দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে রাখবেন।

(০২) কমিটির কোন সদস্য আইসিবি'র অনুমোদন ব্যতিরেকে তালিকাভুক্ত কোম্পানির পরিচালনা বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন অথবা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ অথবা কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানির ঐ পরিমাণ শেয়ার ধারণ করবেন না যা কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে।

(০৩) কমিটির কোন সদস্য বা তার কোন পোষ্য বা পরিবারের সদস্য কর্পোরেশন বা এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানির সাথে পরিচালিত বিও হিসাবের বিপরীতে কোন মার্জিন ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না।

(০৪) কমিটির কোন সদস্য বা তার কোন পোষ্য বা পরিবারের সদস্য তাঁদের নিজস্ব নামে বিও একাউন্ট পরিচালনা করলে উক্ত বিও একাউন্টে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কমিটির কোন সদস্য বা তার কোন পোষ্য বা পরিবারের সদস্য কর্পোরেশনের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন তথ্য ব্যবহার করবেন না। উক্ত বিও একাউন্টের বিস্তারিত তথ্য এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে অনতিবিলম্বে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সমীপে উপস্থাপন করবেন।এবং মাসিক ভিত্তিতে উক্ত বিও হিসাবের হালনাগাদ বিবরণী (Statement) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সমীপে দাখিল করবেন।

(০৫) কমিটির কোন সদস্য একাধারে ০৩ (তিন) বছরের অধিক সময় দায়িত্ব পালন করবেন না। তবে নিম্নে বর্ণিত যেকোন ক্ষেত্রে উক্ত সময়সীমা সর্বসাকুল্যে ০৬ (ছয়) বছর পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে:

(ক) যে ক্ষেত্রে কমিটির কোন সদস্যকে কর্পোরেশনের প্রয়োজনে অফিস আদেশ দ্বারা অত্র নীতিমালার ৫.১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট এর সংশ্লিষ্ট পদে বদলি করা হয়।

(খ) যে ক্ষেত্রে কমিটির কোন সদস্য পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে অত্র নীতিমালার ৫.১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত কোন উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট এর সংশ্লিষ্ট পদে নতুনভাবে পদস্থাপিত হয়।

৫.১.৩.৫. ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত সুপারিশ লিপিবদ্ধকরণ ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ:

সভায় প্রতিদিন গৃহীত ক্রয় বিক্রয়ের সুপারিশ লিপিবদ্ধকরণপূর্বক প্রতিদিনের সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করতে হবে এবং সভায় উপস্থিত কমিটির প্রত্যেক সদস্যের দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হতে হবে। উক্ত সুপারিশ/কার্যবিবরণী ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত হবে এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.২. **রিসার্চ টিম:** পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য স্টক মার্কেট এনালাইসিস ডিপার্টমেন্টে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি রিসার্চ টিম থাকবে। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, স্টক মার্কেট এনালাইসিস্ ডিপার্টমেন্ট রিসার্চ টিমের প্রধান হবেন এবং ৫ম হতে ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে রিসার্চ টিম গঠিত হবে। প্রশাসনিক পরিপত্র জারির মাধ্যমে রিসার্চ টিম গঠিত ও সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হবে। এছাড়া, রিসার্চ টিম প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

৫.২.১. রিসার্চ টিমের কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ:

(০১) রিসার্চ টিম পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার নিমিত্ত বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও নীতি নিয়ে গবেষণা সম্পাদন করবে;

(০২) বিভিন্ন সেক্টর ও কোম্পানির মৌলিক ও টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ সম্পাদন করবে;

(০৩) গবেষণার প্রয়োজনে রিসার্চ টিম কর্পোরেশনের পক্ষ হতে সরেজমিনে বিভিন্ন কোম্পানি পরিদর্শন করতে পারবে;

(০৪) রিসার্চ টিম গবেষণা লব্ধ তথ্য উপাত্ত কর্পোরেশনের পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি সমীপে উপস্থাপন করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিনিয়োগ কৌশল

৬.১. বিনিয়োগ কৌশল (Investment strategies):

বিনিয়োগ কৌশল সাধারণত একটা দেশের পুঁজিবাজার বিষয়ক প্রযোজ্য সকল আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি, বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। বিনিয়োগের কৌশলসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীভুক্ত করা যায়:

৬.১.১. সক্রিয় কৌশল (Active strategies):

সক্রিয় কৌশল হচ্ছে এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে ঝুঁকি সমন্বয় ভিত্তিতে (risk-adjusted basis) একটি বেঞ্চ মার্ক সূচককে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান থাকে।

৬.১.২. বিপরীত বিনিয়োগ কৌশল (Contrarian investment strategy)

বিপরীত বিনিয়োগ কৌশলে (Contrarian Investment Strategy) স্টক ক্রয়ের সেরা সময় হচ্ছে অধিকাংশ বিনিয়োগকারীগণ যখন এটি সম্পর্কে সবচেয়ে মন্দা (Bearish) হয়। এভাবে বিপরীত বিনিয়োগকারীগণ সর্বদা তখনই স্টক ক্রয় করার চেষ্টা করবে যখন এটি তার সাম্প্রতিক সর্বনিম্ন মূল্যের কাছাকাছি অবস্থান করে এবং তখনই এটি বিক্রয় করবে যখন এটি সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ মূল্যের (Bullish) কাছাকাছি বা শীর্ষে অবস্থান করে।

৬.১.৩. গতিশীল বিনিয়োগ কৌশল (Momentum investing strategy)

গতিশীল বিনিয়োগ কৌশলের (Momentum investing strategy) লক্ষ্য হচ্ছে বাজারের উর্ধ্বমুখীমূল্য প্রবণতা ও গতিকে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ বাজারের গতির সাথে তাল মিলিয়ে একই দিকে পোর্টফোলিও বিনির্মাণ অব্যাহত রাখা এবং "buy high and sell higher" কৌশল অনুসরণপূর্বক সময়মত বিনিয়োগ প্রত্যাহারের মাধ্যমে সন্তোষজনক মুনাফা অর্জন করা।

৬.১.৪. নিষ্ক্রিয় কৌশল (Passive strategies):

নিষ্ক্রিয় কৌশল হচ্ছে এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ সাধারণত সময়ের সাথে একটি বেঞ্চমার্ক পোর্টফোলিও বা সূচককে ট্র্যাক করে। প্যাসিভ বিনিয়োগকারীগণ মন্থর কিন্তু স্থিতিশীল বাজার বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। প্যাসিভ বিনিয়োগকারীগণ দীর্ঘমেয়াদি মূল্য সংযোজনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং ঝুঁকি সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে সম্পদ বরাদ্দপূর্বক মৌলিকসম্পন্ন বিনিয়োগকৃত সিকিউরিটিসমূহের সমন্বয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি পোর্টফোলিও তৈরি করে এবং পোর্টফোলিও ঝুলিতে উক্ত সিকিউরিটিসমূহ সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ধারণ করে রাখে।

৬.১.৫. বাই এন্ড হোল্ড স্ট্র্যাটেজি (Buy and Hold Strategy)

সাধারণভাবে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিসমূহে বিনিয়োগ করে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত পোর্টফোলিও তে এসব সিকিউরিটিসমূহ ধারণ করে রাখার কৌশলকেই বাই এন্ড হোল্ড স্ট্র্যাটেজি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

পুঁজিবাজার পরিস্থিতি, তহবিলের পর্যাপ্ততা/প্রয়োজনীয়তা, পোর্টফোলিওতে ধারণকৃত সিকিউরিটিজের অবস্থা, সিকিউরিটিজের বিনিয়োগ যোগ্যতাসহ বিভিন্ন বিশ্লেষণ ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি সময়ে সময়ে উপর্যুক্ত এক বা একাধিক বিনিয়োগ কৌশলের সমন্বয় ঘটিয়ে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রাইমারি মার্কেটে বিনিয়োগ (Investment in the Primary Market)

৭.১. প্রাইমারি মার্কেটে বিনিয়োগ

৭.১.১. বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক প্রস্তাবিত Initial Public Offer (IPO) ও Qualified Investor Offer (QIO) এ যথাক্রমে Eligible Investor (EI) এবং Qualified Investor (QI) হিসেবে আইসিবি ও ইউনিট ফান্ড পোর্টফোলিওর অনুকূলে প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (Initial public offer) এ বিনিয়োগ করা যাবে। এছাড়া, প্রাথমিক গণ প্রস্তাব হিসেবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত যেকোন সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৭.১.২. নতুন কোন কোম্পানি পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হতে চাইলে ২ (দুই) রকম পদ্ধতিতে ইস্যুতব্য শেয়ারসমূহ প্রাথমিক বাজারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রকার বিনিয়োগকারীগণের মধ্যে বিতরণ করতে পারেঃ

০১. ফিক্সড্ প্রাইস পদ্ধতি;

০২. বুক বিল্ডিং পদ্ধতি।

ফিক্সড্ প্রাইস পদ্ধতি ও বুক বিল্ডিং পদ্ধতি অর্থাৎ উভয় পদ্ধতিতে (যথা প্রযোজ্য) আইসিবি ও ইউনিট ফান্ড পোর্টফোলিওর অনুকূলে প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর সাবস্ক্রিপশনে অংশগ্রহণ করা যাবে।

৭.১.২. ১. ফিক্সড্ প্রাইস পদ্ধতিঃ

ফিক্সড প্রাইস পদ্ধতি বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝাবে যার মাধ্যমে একটি ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান ফেসভ্যালুতে প্রাথমিক সিকিউরিটি ইস্যু করে।

ফিক্সড প্রাইস পদ্ধতিতে আইপিও-তে আসা সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াসমূহ অনুসরণ ও পরিপালন সাপেক্ষে আইসিবি ও ইউনিট ফান্ড পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ প্রস্তাব বিবেচনা করা হবেঃ

(০১) সংশ্লিষ্ট কোম্পানির উদ্যোক্তা, পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পরিচিতি ও সুনাম, মার্কেট ইনডেক্স, কোম্পানির সম্ভাব্যতা ইত্যাদি;

(০২) প্রসপেক্টাসে প্রকাশিত আর্থিক বিবরণী ও অন্যান্য সুনির্দিষ্ট তথ্য ও উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক আইপিও সিকিউরিটিজ এর অন্তর্নিহিত মূল্য (Intrinsic Value) নির্ণয়, ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি, কোম্পানির ভবিষ্যত আর্থিক পূর্বাভাস যাচাই ইত্যাদি।

৭.১.২.২. বুক বিল্ডিং পদ্ধতিঃ

বুক বিল্ডিং পদ্ধতি বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝাবে যার মাধ্যমে ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান যোগ্য বিনিয়োগকারীদের (EI) চাহিদার ভিত্তিতে প্রিমিয়ামসহ তার প্রস্তাবিত প্রাথমিক সিকিউরিটিজ এর মূল্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করে।

৭.১.২.৩. বিডিং রিকমেন্ডেশন কমিটি:

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) রুলস ২০১৫ অনুযায়ী বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে শেয়ারের যথাযথ মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কর্পোরেশনের বিভিন্ন পোর্টফোলিও হতে বিডিং এ অংশগ্রহণের নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে **"বিডিং রিকমেন্ডেশন কমিটি"** গঠিত হবে:

(০১)	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	সভাপতি
(০২)	মহাব্যবস্থাপক, অপারেশনস্	সদস্য
(০৩)	মহাব্যবস্থাপক, অ্যাকাউন্টস্ এন্ড ফাইন্যান্স	সদস্য
(০৪)	উপ-মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্স ডিভিশন	সদস্য
(০৫)	উপ-মহাব্যবস্থাপক, প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিভিশন	সদস্য
(০৬)	উপ-মহাব্যবস্থাপক, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন	সদস্য
(০৭)	সহকারী মহাব্যবস্থাপক, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	সদস্য
(০৮)	সহকারী মহাব্যবস্থাপক, স্টক মার্কেট এনালাইসিস্ ডিপার্টমেন্ট	সদস্য সচিব

৭.১.২.৩.১. কমিটির কার্যপরিধি:
কমিটি সিকিউরিটিজের মূল্য ও সম্ভাবনা সংশ্লিষ্ট সার্বিক বিষয়াদি বিশ্লেষণ করে বিডিং-এ অংশগ্রহণের সুপারিশ করবে। বিডিং এ কি পরিমাণ শেয়ারের জন্য আবেদন করা হবে সে বিষয়েও কমিটি সুপারিশ করবে। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইসিবি ও আইসিবি পরিচালিত ইউনিট ফান্ড পোর্টফোলিও হতে বিডিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা হবে।

৭.১.২.৩.২. কমিটির সভা:

(০১) বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে শেয়ারের যথাযথ মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কর্পোরেশনের বিভিন্ন পোর্টফোলিও হতে বিডিং এ অংশগ্রহণের নিমিত্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(০২) কমিটি সভায় ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম পূরণ হবে। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত কমিটির জ্যেষ্ঠতম সদস্য সভাপতি এবং সদস্য সচিবের অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত কমিটির কনিষ্ঠতম সদস্য সভার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

(০৩) কমিটির সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে কমিটির সুপারিশ গৃহীত হবে।

(০৪) কমিটির সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের কমিটির সভায় গৃহীত যেকোন সুপারিশের বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দেয়ার অধিকার থাকবে এবং তিনি বিষয়টি ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা ইনভেস্টমেন্ট অডিট কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে পারবেন। নোট অব ডিসেন্ট এর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রদান/পুনর্বিবেচনা/পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনরায় বিডিং রিকমেন্ডেশন কমিটিতে প্রেরণ করতে বা সরাসরি বিনিয়োগ তদারকি কমিটিতে (Investment Oversight Committee) উপস্থাপন করতে পারবেন।

৭.১.২.৩.৩. বিডিং রিকমেন্ডেশন কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে:

(ক) কোম্পানির শেয়ার প্রতি নীট অ্যাসেট ভ্যালু (রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভসহ) (NAV per share with revaluation reserve);
(খ) কোম্পানির শেয়ার প্রতি নীট অ্যাসেট ভ্যালু (রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ ব্যতীত) (NAV per share without revaluation reserve);
(গ) শেয়ার প্রতি আর্নিং বেইজড ভ্যালু (Earning based value per share);
(ঘ) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সমজাতীয় সিকিউরিটিজ এর গড় বাজারমূল্য (Average market price of similar stocks);
(ঙ) ইল্ড মেথড, ফেয়ার ভ্যালু মেথড এবং নেট অ্যাসেট মেথড (Yield method, Fair value method and Net asset method); এবং
(চ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্য যেকোন মেথড (Any other method advised by BSEC).

৭.১.৩ মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর আইপিওতে বিনিয়োগ: মিউচ্যুয়াল ফান্ডের **আইপিওতে** বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনাযোগ্য:

(০১) নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি কর্তৃক জারীকৃত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা ২০০১ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের যথাযথ নির্দেশনা অনুসরণ ও পরিপালন সাপেক্ষে আইসিবি ও ইউনিট ফান্ড পোর্টফোলিওতে মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর বিনিয়োগ বিবেচনা করা;

(০২) মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর উদ্যোক্তা/স্পন্সর, অ্যাসেট ম্যানেজার, ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান এর অতীত অভিজ্ঞতা, সুনাম, ফান্ডের আকার, ধরণ, ফান্ডের মেয়াদ, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য, লক-ইন-পিরিয়ড, লভ্যাংশ নীতি, ইত্যাদি বিবেচনা করা;

(০৩) সংশ্লিষ্ট অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির অন্যান্য স্কিমসমূহের প্রবৃদ্ধি, ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি, ফান্ডের সম্ভাব্যতা, মার্কেট ইনডেক্স এর পজিশন ইত্যাদি বিবেচনা করা;

(০৪) পুঁজিবাজারের চাহিদা-যোগান পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক মৌলিক ও টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিনিয়োগ-সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক আইসিবি ও ইউনিট ফান্ড পোর্টফোলিওতে মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর বিনিয়োগ বিবেচনা করা;

৭.১.৪ এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ETF) এর আইপিওতে বিনিয়োগ: এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ETF) এর আইপিওতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনাযোগ্য:

(০১) নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি কর্তৃক জারীকৃত Bangladesh Securities and Exchange Commission (Exchange Traded Fund) Rules, 2016 এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের যথাযথ নির্দেশনা অনুসরণ ও পরিপালন সাপেক্ষে আইসিবি ও ইউনিট ফান্ড পোর্টফোলিওতে ETF এর বিনিয়োগ বিবেচনা করা;

(০২) ETF এর উদ্যোক্তা/স্পন্সর, অ্যাসেট ম্যানেজার, ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান এর অতীত অভিজ্ঞতা, সুনাম, ফান্ডের আকার, ধরণ, ফান্ডের মেয়াদ, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য, লক-ইন-পিরিয়ড, অথরাইজড পার্টিসিপেন্ট, লভ্যাংশ নীতি ইত্যাদি বিবেচনা করা;

(০৩) সংশ্লিষ্ট অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির অন্যান্য স্কিমসমূহের প্রবৃদ্ধি, ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি, ফান্ডের সম্ভাব্যতা, মার্কেট ইনডেক্স এর পজিশন ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক আইসিবি ও ইউনিট ফান্ড পোর্টফোলিওতে ETF এর বিনিয়োগ বিবেচনা করা।

অষ্টম অধ্যায়

সেকেন্ডারি মার্কেটে বিনিয়োগ (Investment in the Secondary Market)

৮.১. সেকেন্ডারি মার্কেটে বিনিয়োগ (Investment in the Secondary Market):

৮.১.১. আইসিবির নিজস্ব পোর্টফোলিও ও ইউনিট ফান্ড পোর্টফোলিওর অনুকূলে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন ইক্যুইটি ইন্সট্রুমেন্ট, মিউচ্যুয়াল ফান্ডস্, বন্ডস্, এক্সচেঞ্জেস্ ট্রেডেড ফান্ড, ডেরিভেটিভস্ ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে হবে।

৮.১.২. পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ গৃহীত হবে যা, কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত হবে।

৮.১.৩. সর্বাপেক্ষা কম ঝুঁকি গ্রহণ করে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি কর্তৃক বিনিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে।

৮.১.৪. **মৌলিক বিশ্লেষণ (Fundamental Analysis) ও টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ (Technical Analysis) সহ বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক** পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি আইসিবির নিজস্ব পোর্টফোলিও ও ইউনিট ফান্ড পোর্টফোলিওর অনুকূলে সেকেন্ডারি মার্কেট হতে সিকিউরিটিজ ক্রয় সংক্রান্ত সুপারিশ/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৮.১.৪.১ মৌলিক বিশ্লেষণ (Fundamental Analysis):

(০১) মৌলিক বিশ্লেষণ **(Fundamental Analysis)** হলো সক্রিয় বিনিয়োগ কৌশলের (active investing strategy) একটি ধরণ যা বিভিন্ন কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানসম্পন্ন স্টকসমূহ নির্বাচনের কৌশল নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে Dividend Discount Model, Free Cashflow Model, Residual Income Model, Abnormal Gain Model ইত্যাদি মডেল অনুযায়ী ডাটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোম্পানির স্টক এর একটি যুক্তিসঙ্গত মূল্য (Fair Price) বা অন্তর্নিহিত মূল্য (Intrinsic Value) নির্ণয় করা হয় এবং উক্ত স্টক বিশ্লেষণাধীন সময়ে অতিমূল্যায়িত না অবমূল্যায়িত তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগ সম্পর্কিত তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ

(অ) নির্দিষ্ট স্টক স্বল্প/দীর্ঘ-মেয়াদে ক্রয়ের জন্য ভালো;
(আ) পোর্টফোলিওতে ধারণকৃত স্টক এর মালিকানা ধারণ করা অথবা বিক্রয় করা ভালো;
(ই) পোর্টফোলিওতে ধারণকৃত অনিষ্পন্ন ক্ষতিসম্পন্ন (Unrealized Erosion) স্টকের গড় ক্রয়মূল্য (Average Cost) কমানোর প্রয়াসে হ্রাসকৃত মূল্যে আরও শেয়ার ক্রয় করা ভালো;

(০২) কোন সিকিউরিটিজ এর মৌলিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সর্বশেষ ০৫ (পাঁচ) বছরের আর্থিক বিবরণী বিবেচনায় নিয়ে এনালাইসিস সম্পন্ন করতে হবে। যে ক্ষেত্রে কোম্পানি, মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ETF, বন্ড, REIT ইত্যাদির বয়স ০৫ (পাঁচ) বছরের কম সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সর্বাধিক বছরের আর্থিক বিবরণী এনালাইসিস করতে হবে।

(০৩) ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ এর মৌলিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে:

(ক) প্রাইস টু আর্নিং (P/E) অনুপাত (Price to Earning Ratio)
(খ) আপেক্ষিক (P/E) অনুপাত (Relative P/E Ratio)
তিন ধরনের আপেক্ষিক (P/E) অনুপাত ব্যবহার করা যেতে পারে:
(অ) মার্কেট এর সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির P/E (A particular company's PE relative to broad market)
(আ) সংশ্লিষ্ট সেক্টর এর সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির P/E (A particular company's PE relative to the relevant sector)
(ই) পিয়ার কোম্পানি এর সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির P/E (A particular company's PE relative to peer companies)

(গ) শেয়ার প্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ [Net Operating Cash Flow per Share (NOCFPS)]
(ঘ) শেয়ার প্রতি আয়-বেসিক ও ডাইলুটেড [Earning per Share (EPS)- both basic and diluted]

এখানে উল্লেখ্য যে, জীবন বীমা কোম্পানিগুলো তাদের আয়ের স্বতন্ত্র প্রকৃতি (Unique nature) এর কারণে EPS গণনা করতে পারে না। এক্ষেত্রে EPS এর পরিবর্তে শেয়ার প্রতি বুক ভ্যালু বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ঙ) লভ্যাংশ প্রদান অনুপাত [Dividend Payout Ratio (DPR)]
(চ) প্রফিটেবিলিটি এর প্রবৃদ্ধি এবং ধারা (Profitability growth and trend)
(ছ) ডিভিডেন্ড ঈল্ড [Dividend Yield (DY)]
(জ) নিট সম্পদ মূল্য [Net Asset Value (NAV)]
(ঝ) আর্নিংস্ ঈল্ড (Earnings Yield)
(ঞ) টার্নওভার ভেলোসিটি (Turnover Velocity)

(০৪) Debt সিকিউরিটিজ এর মৌলিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে:

(ক) ফেস ভ্যালু (Face Value)
(খ) ইস্যু প্রাইস (Issue Price)
(গ) কুপন/ইন্টারেস্ট রেট (Coupon/Interest Rate)
(ঘ) মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ (Date of Maturity)
(ঙ) ইল্ড টু ম্যাচ্যুরিটি (Yield to Maturity)
(চ) মানি মার্কেটে বিদ্যমান ইন্টারেস্ট রেট (Prevailing Money Market Interest Rate)
(ছ) রিস্ক ফ্রি ইন্টারেস্ট রেট (Risk Free Interest Rate)

(০৫) **মিউচ্যুয়াল ফান্ড** এর মৌলিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে:

(ক) ইউনিট প্রতি বাজার মূল্যে ও ক্রয়মূল্যে NAV;

(খ) ইউনিট প্রতি বাজার মূল্য ও NAV এর অনুপাত;

(গ) মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর উদ্যোক্তা/স্পন্সর, অ্যাসেট ম্যানেজার, ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান এর অতীত অভিজ্ঞতা, সুনাম, ফান্ডের আকার, ধরণ, ফান্ডের মেয়াদ, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য, লক-ইন-পিরিয়ড, ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি, হিস্ট্রিক্যাল পারফরমেন্স এবং পারফরমেন্স এর ধারাবাহিকতা, মার্কেট ইনডেক্স এর পজিশন ইত্যাদি;

(ঘ) Treynor, Sharpe and Jensen Ratio এর ভিত্তিতে মিউচ্যুয়াল ফান্ড পোর্টফোলিও এর পারফরমেন্স;

(ঙ) ইউনিট প্রতি আয় (Earnings Per Unit)

(চ) প্রাইস টু আর্নিং (P/E) অনুপাত (Price to Earning Ratio)

(০৬) **এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ETF)** এর মৌলিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে:

(ক) ইউনিট প্রতি বাজার মূল্যে ও ক্রয়মূল্যে NAV;

(খ) ইউনিট প্রতি বাজার মূল্য ও NAV এর অনুপাত;

(গ) ETF এর উদ্যোক্তা/স্পন্সর, অ্যাসেট ম্যানেজার, ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান এর অতীত অভিজ্ঞতা, সুনাম, ফান্ডের আকার, ধরণ, ফান্ডের মেয়াদ, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য, লক-ইন-পিরিয়ড, অথরাইজড পার্টিসিপেন্ট, ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি, হিস্ট্রিক্যাল পারফরমেন্স এবং পারফরমেন্স এর ধারাবাহিকতা, মার্কেট ইনডেক্স এর পজিশন ইত্যাদি;

(ঘ) ইউনিট প্রতি আয় (Earning Per Unit)

(ঙ) প্রাইস টু আর্নিং (P/E) অনুপাত (Price to Earning Ratio)

৮.১.৪.২ টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ (Technical Analysis)

(০১) টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ-কে মৌলিক বিশ্লেষণের সম্পূরক কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। টেকনিক্যাল বিশ্লেষণে স্টকের প্রাইস এবং ভলিউমের ডাটা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন চার্ট প্যাটার্ন, ইন্ডিকেটর এবং তত্ত্বের সাহায্যে প্রাইস মুভমেন্ট বা ট্রেন্ড সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, মৌলিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপযুক্ত বিনিয়োগযোগ্য সিকিউরিটিসমূহ নির্বাচন করা হয় এবং টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিনিয়োগের সময় বা বিনিয়োগ প্রত্যাহারের উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা হয়।

(০২) টেকনিক্যাল এনালাইসিস এর ক্ষেত্রে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে:

(ক) মুভিং এভারেজ [Moving Average (MA)]
(খ) মুভিং এভারেজ ক্রস (MA Cross)
(গ) মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স [Moving average convergence/divergence (MACD)]
(ঘ) মানি ফ্লো (Money Flow)
(ঙ) বুলিংগার ব্যান্ডস্ (Bollinger Bands)
(চ) রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইনডেক্স [Relative Strength Index (RSI)]
(ছ) অ্যাকুমুলেশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন (Accumulation and Distribution)
(জ) সাপোর্ট এন্ড রেজিসটেন্স (Support and Resistance Analysis)
(ঝ) ইলিয়ট ওয়েভ এনালাইসিস (Elliott Wave Analysis)
(ঞ) ফিবোনাচ্চি রেশিও এনালাইসিস (Fibonacci Ratio Analysis)
(ট) ট্রেন্ড এনালাইসিস (Trend Analysis)

৮.১.৫. রিসার্চ টিম কর্তৃক সিকিউরিটিজ এর মৌলিক ও টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং ভবিষ্যতে সিকিউরিটিজের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে মতামত পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি সমীপে উপস্থাপন করবে।

৮.১.৬. উক্ত বিশ্লেষণ প্রতিবেদন ও মতামত বিবেচনাপূর্বক পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি বিনিয়োগের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

৮.১.৭. আইসিবির নিজস্ব পোর্টফোলিও ও ইউনিট ফান্ড পোর্টফোলিও হতে সেকেন্ডারি মার্কেটে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মৌলিক বিশ্লেষণ ও টেকনিক্যাল বিশ্লেষণপূর্বক নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণীয়:

(০১) সম্ভাবনাময় সিকিউরিটিসমূহ নির্বাচনের মাধ্যমে পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া;
(০২) পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষ্যে একই সেক্টরের একাধিক কোম্পানি অথবা বিভিন্ন সেক্টর হতে গ্রোথ পোটেনশিয়াল রয়েছে এরূপ সম্ভাব্য কোম্পানিসমূহকে নির্বাচন করা;
(০৩) পিই রেশিও অস্বাভাবিক এবং নেগেটিভ গ্রোথ বিদ্যমান এরূপ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় নিরুৎসাহিত করা হবে। তবে, পিই রেশিও বেশি হলেও কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারণ, সরকারের পলিসি পরিবর্তন বা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিবেচনাপূর্বক ভালো রিটার্ণ পাওয়ার পূর্বাভাস থাকলে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা;
(০৪) সন্তোষজনক ইপিএস, নেট অ্যাসেট ভ্যালু সম্পন্ন এবং নিয়মিত ডিভিডেন্ড প্রদানকারী কোম্পানিতে বিনিয়োগকে বেশি গুরুত্ব দেয়া;
(০৫) অনিষ্পন্ন ক্ষতি (Unrealized Erosion) অর্থাৎ বাজারমূল্য অপেক্ষা গড় ক্রয়মূল্য বেশী রয়েছে পোর্টফোলিওতে ধারণকৃত সিকিউরিটি সমূহের গড় ক্রয়মূল্য কমিয়ে এনে বিনিয়োগ প্রত্যাহারের লক্ষ্যে এ সকল সিকিউরিটিতে প্রয়োজন বোধে এবং পরিকল্পনা মাফিক বিনিয়োগ করা;
(০৬) ভবিষ্যতে ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে তালিকাভুক্ত এরূপ কোম্পানিতে বিনিয়োগকে প্রাধান্য দেয়া;
(০৭) সেক্টর ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় সেক্টরসমূহে এবং সরকার কর্তৃক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বা গুরুত্ব প্রদান করা কোম্পানিসমূহকে প্রাধান্য দেয়া;
(০৮) কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণান্তে আর্থিক অবস্থান অপেক্ষাকৃত ভালো এরূপ কোম্পানিসমূহকে বিবেচনা করা;
(০৯) কর্পোরেশনের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে এবং বাজার পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখা ও অস্বাভাবিক পতন হতে উত্তোরণের জন্য সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;

নবম অধ্যায়

বিনিয়োগ প্রত্যাহার কৌশল (Exit Strategy)

৯.১. বিনিয়োগ প্রত্যাহার কৌশল (Exit Strategy)

বাজার পরিস্থিতি, আইসিবি'র পোর্টফোলিওর সার্বিক অবস্থা, ফান্ডামেন্টাল এবং টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক বিনিয়োগকৃত শেয়ার হতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ প্রত্যাহার বা সিকিউরিটিজ বিক্রয় করা হবে।

(০১) চলতি বাজার দরের সার্বিক সূচক মূল্যায়ন ভিত্তিক কোন কোম্পানির শেয়ারের বাজারমূল্য যদি কাঙ্ক্ষিত সীমায় পৌঁছে তবে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটির সুপারিশক্রমে উক্ত শেয়ার বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে;

(০২) বর্তমানে লাভজনক অবস্থায় থাকা পোর্টফোলিওতে ধারণকৃত কোন কোম্পানির শেয়ারের নেগেটিভ সংবেদনশীল তথ্য থাকলে তা যাচাই পূর্বক কমিটির সুপারিশক্রমে উক্ত কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় করা যেতে পারে;

(০৩) বর্তমানে লাভজনক অবস্থায় থাকা পোর্টফোলিওতে ধারণকৃত কোন সিকিউরিটিজ এর ফান্ডামেন্টাল প্যারামিটার/ইন্ডিকেটর [অনুচ্ছেদ:-৮.১.৪.১ (০৩)] এর অবনমন হলে কমিটির সুপারিশক্রমে উক্ত সিকিউরিটিজ বিক্রয় করা যেতে পারে;

(০৪) পুঁজিবাজারে লেনদেন চলাকালীন কোন সিকিউরিটিজ এর বিক্রেতা না থাকলে এবং উক্ত সিকিউরিটিজ বিক্রয় লাভজনক হলে কমিটির সুপারিশক্রমে তা অগ্রাধিকারমূলকভাবে বিক্রয় করে বাজারে সিকিউরিটিজ এর যোগান বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে;

(০৫) আইসিবির পোর্টফোলিওতে ধারণকৃত লাভজনক অবস্থায় থাকা কোন সিকিউরিটিজ অতিমূল্যায়িত হয়েছে এরূপ প্রতীয়মান হলে উক্ত সিকিউরিটিজ বিক্রয় করে ঝুঁকি হ্রাস করার পদক্ষেপ বিবেচনা করা যেতে পারে;

(০৬) কোন অর্থবছরে কর্পোরেশনের মূলধনী মুনাফার টার্গেটকে সামনে রেখে সেকেন্ডারি মার্কেটে সিকিউরিটিজ বিক্রয় করার কৌশল নির্ধারণ করা যেতে পারে;

(০৭) কোন কোম্পানি ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষিত হলে, ঋণ অনাদায়ে বিচারের সম্মুখীন হলে, ব্যবসায়িক কার্যক্রম সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশ না করলে সার্বিক দিক বিবেচনা করে আইসিবির পোর্টফোলিওতে ধারণকৃত উক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ হতে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

৯.২. লোকসানে সিকিউরিটিজ বিক্রয়:

(০১) আইসিবি স্বাভাবিকভাবে কোন সিকিউরিটিজ লোকসানে বিক্রয় করবে না। তবে বিক্রয়লব্ধ অর্থ অধিকতর লাভজনক সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত পরিস্থিতির যে কোন এক বা একাধিক অবস্থার সৃষ্টি হলে পোর্টফোলিওতে ধারণকৃত কোন সিকিউরিটিজ লোকসানে বিক্রয় করা যাবে:

(ক) কোন কোম্পানির মৌলভিত্তি অতিমাত্রায় দুর্বল হয়ে পড়লে (যেমন- ইপিএস বা ইকুইটি ঋণাত্মক হলে বা উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলে) অথবা মৌলভিত্তিক পরিবর্তনের কারণে কোম্পানির শেয়ারের বাজারমূল্য ক্রয়মূল্যের কাছাকাছি আসার সম্ভাবনা না থাকলে/আরও কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অথবা উক্ত কোম্পানি ডি-লিস্টেড হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে লোকসানে বিক্রয় করা যাবে;

(খ) দীর্ঘদিন (০২ বছর বা তদূর্ধ্ব) কোন সিকিউরিটিজ সম্পূর্ণ ডাউন ট্রেন্ডে থাকলে এবং উক্ত ডাউন ট্রেন্ড হতে উত্তরণের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ হলে এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ইক্যুইটি লসের সমূহ সম্ভাবনা থাকলে লোকসানে বিক্রয় করা যাবে;

(গ) দুর্বল মৌলভিত্তিসম্পন্ন/ ডাউন ট্রেন্ডে থাকা কোন নির্দিষ্ট সিকিউরিটিজ কর্পোরেশনের কোন একটি পোর্টফোলিওতে লোকসানে থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন পোর্টফোলিওতে ধারণকৃত উক্ত সিকিউরিটিজ এর সামগ্রিক গড় ক্রয়মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে বিক্রয়ের সুযোগ থাকলে লোকসানে বিক্রয় করা যাবে;

(০২) লোকসানে সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের লক্ষ্যে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট/ পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটির চাহিদার প্রেক্ষিতে কর্পোরেশনের রিসার্চ টিম প্রয়োজনীয় এনালাইসিস সম্পন্ন করে এতৎসংক্রান্ত প্রতিবেদন পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করবে। উক্ত এনালাইসিসের ভিত্তিতে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কর্পোরেশনের পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি সমীপে স্মারক উপস্থাপন করবে। পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি সার্বিক পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে এবং কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কোন সিকিউরিটিজ লোকসানে বিক্রয় করা যাবে।

দশম অধ্যায়
স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি)

১০.১. আইপিও-তে বিনিয়োগ

১০.১.১. ফিক্সড প্রাইস মেথড

(০১) ফিক্সড প্রাইস মেথডের ক্ষেত্রে কোম্পানি/মিচ্যুয়াল ফান্ড ফেসভ্যালুতে শেয়ার/ইউনিট অফার করে।
(০২) স্টক মার্কেট এনালাইসিস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রসপেক্টাস এনালাইসিস করা হবে।
(০৩) উক্ত এনালাইসিসের ভিত্তিতে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কর্পোরেশনের পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি সমীপে স্মারক উপস্থাপন করবে।
(০৪) পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটির সুপারিশ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট নিরীক্ষা ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে শেয়ার/ইউনিট ক্রয়ের আবেদন করবে।

১০.১.২. বুক বিল্ডিং মেথড

(০১) বুক বিল্ডিং মেথডের ক্ষেত্রে কোম্পানি প্রিমিয়াম সহ শেয়ার অফার করে।
(০২) রিসার্চ টিম কর্তৃক কোম্পানির রেড হেয়ারিং প্রসপেক্টাস এনালাইসিস করা হবে।
(০৩) উক্ত এনালাইসিস এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনার আলোকে স্টক মার্কেট এনালাইসিস ডিপার্টমেন্ট কর্পোরেশনের বিডিং রিকমেন্ডেশন কমিটি সমীপে স্মারক উপস্থাপন করবে।
(০৪) উপস্থাপিত স্মারক পর্যালোচনাপূর্বক বিডিং রিকমেন্ডেশন কমিটি কর্তৃক বিডিং প্রাইস নির্ধারণ করবে এবং বিডিং প্রাইসের ভিত্তিতে আবেদনের পরিমাণসহ প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।
(০৫) বিডিং রিকমেন্ডেশন কমিটির সুপারিশ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে স্টক মার্কেট এনালাইসিস ডিপার্টমেন্ট তা পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করবে এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট নিরীক্ষা ছাড়পত্র গ্রহণ করবে।
(০৬) নিরীক্ষা ছাড়পত্র গ্রহণের পর পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সমীপে বিডিং এ অংশগ্রহণ ও কাট অফ প্রাইসে শেয়ার ক্রয় করার প্রস্তাব পেশ করবে।
(০৭) উক্ত প্রস্তাব ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ইলেক্ট্রনিক সাবস্ক্রিপশন সিস্টেমে লগইন করে বিডিং এ অংশগ্রহণ করবে।
(০৮) যদি প্রাপ্ত শেয়ার ক্রয়ের জন্য সাবস্ক্রিপশন বাবদ প্রদানকৃত অর্থের অতিরিক্ত প্রদান করতে হয়, তাহলে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০.২. সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয়-বিক্রয়

(০১) কর্পোরেশনের পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের সুপারিশ প্রদান করবে।
(০২) কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হলে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের পাবলিক মার্কেট, ব্লক মার্কেট, স্পট মার্কেট, এসএমই ও এটিবি প্লাটফর্ম এবং ওটিসি মার্কেটে উক্ত কোম্পানিসমূহের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করবে।
(০৩) স্টক মার্কেট এনালাইসিস ডিপার্টমেন্ট তালিকাভুক্ত বিভিন্ন কোম্পানির মৌলিক বিশ্লেষণ ও টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ করে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে।
(০৪) স্টক মার্কেট এনালাইসিস ডিপার্টমেন্ট সম্ভাবনাময় তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের ইক্যুইটি রিসার্চ রিপোর্ট প্রস্তুত করে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে।
(০৫) স্টক মার্কেট এনালাইসিস ডিপার্টমেন্ট মার্কেট, মাইক্রো-ম্যাক্রোইকোনমি, মনিটরি পলিসি, ফিসক্যাল পলিসি এবং বিভিন্ন সেক্টর বিশ্লেষণ করে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে।
(০৬ পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটির সুপারিশ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনক্রমে পোর্টফোলিওতে ধারণকৃত কোন কোম্পানির ১০০% শেয়ার বিক্রয় করা যেতে পারে।

একাদশ অধ্যায়

বিনিয়োগ নিরীক্ষা ও তদারকি (Investment Audit & Oversight)

১১.১. বিনিয়োগ নিরীক্ষা কমিটি (Investment Audit Committee):

কর্পোরেশনের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী নিরীক্ষার জন্য নিম্নোক্তভাবে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট "বিনিয়োগ নিরীক্ষা কমিটি" গঠিত হবে:

(০১)	উপ-মহাব্যবস্থাপক, ইন্টারনাল কন্ট্রোল এন্ড কমপ্লাইন্স ডিভিশন, আইসিবি	সভাপতি
(০২)	সহকারী মহাব্যবস্থাপক, অডিট ডিপার্টমেন্ট, আইসিবি	সদস্য সচিব
(০৩)	সহকারী মহাব্যবস্থাপক, ইন্সপেকশন এন্ড কমপ্লাইন্স ডিপার্টমেন্ট, আইসিবি	সদস্য

১১.১.১. কমিটির কার্যপরিধি:

(০১) প্রতি মাসে বিনিয়োগ তদারকি কমিটির সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে বিনিয়োগ নিরীক্ষা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কমিটি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটির বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত ও ক্রয় বিক্রয় কার্যক্রম প্রতি মাসে একবার নিরীক্ষা (Audit) করবে;

(০২) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা ও প্রযোজ্য বিধিবিধান যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়েছে কী না তা নিরীক্ষা করবে;

(০৩) পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি বা বিডিং রিকমেন্ডেশন কমিটির কোন সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নোট অব ডিসেন্টের বিষয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবে;

(০৪) কমিটি প্রয়োজনে "পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি" ও "বিডিং রিকমেন্ডেশন কমিটি" এর যে কোন সদস্যের নিকট তাঁদের কার্যক্রম, মতামত, সুপারিশ, নোট অব ডিসেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য জানতে ও ব্যাখ্যা তলব করতে পারবে;

(০৫) মাসিক ভিত্তিতে কমিটি সভার কার্যবিবরণী, নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন, মতামত, সুপারিশ সরাসরি "বিনিয়োগ তদারকি কমিটি" সমীপে উপস্থাপন করবে;

(০৬) উপর্যুক্ত বিষয় ছাড়াও কমিটির সভাপতির অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন বিষয় কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

১১.২. বিনিয়োগ তদারকি কমিটি (Investment Oversight Committee):

কর্পোরেশনের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী তদারকি করার জন্য নিম্নোক্তভাবে ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট "বিনিয়োগ তদারকি কমিটি" গঠিত হবে:

(০১)	চেয়ারম্যান, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড	সভাপতি
(০২)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আইসিবি	সদস্য
(০৩)	আইসিবি পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত পরিচালনা বোর্ডের একজন সদস্য	সদস্য
(০৪)	উপ-মহাব্যবস্থাপক, সেক্রেটারিজ ডিভিশন, আইসিবি/ বোর্ড সচিব, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড	সদস্য সচিব

১১.২.১. কমিটির কার্যপরিধি:

(০১) প্রতি মাসে বিনিয়োগ নিরীক্ষা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের পরবর্তীতে বিনিয়োগ তদারকি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কমিটি প্রতি মাসে একবার পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটির বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত ও ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা (Review) করবে;

(০২) পোর্টফোলিওর পারফরমেন্স পর্যালোচনা করবে;

(০৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা ইনভেস্টমেন্ট অডিট কমিটির নিকট উপস্থাপিত পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি বা বিডিং রিকমেন্ডেশন কমিটির কোন সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নোট অব ডিসেন্ট পর্যালোচনা করবে;

(০৪) পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি বা বিডিং রিকমেন্ডেশন কমিটির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হলে অভিযোগ বিচার বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে অথবা ১৩.৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে কী-না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে;

(০৫) বিনিয়োগের জন্য কর্পোরেশন কোন সরকারি তহবিল বা বিশেষ তহবিল প্রাপ্ত হলে উক্ত তহবিল কোন কোন খাতে কী পরিমাণ ব্যয় করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

(০৬) মাস ভিত্তিক পোর্টফোলিও পারফরমেন্স সংক্রান্ত তথ্য, কমিটির মতামত, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মাধ্যমে পরিচালনা বোর্ড সমীপে উপস্থাপন করবে।

(০৭) কমিটি প্রয়োজনে "পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি" ও "বিডিং রিকমেন্ডেশন কমিটি" এর যে কোন সদস্যের নিকট তাঁদের কার্যক্রম, মতামত, সুপারিশ, নোট অব ডিসেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য জানতে ও ব্যাখ্যা চাইতে পারবে;

(০৮) উপর্যুক্ত বিষয় ছাড়াও কমিটির সভাপতির অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন বিষয় কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্টিং প্রসিডিউর (এসআরপি)

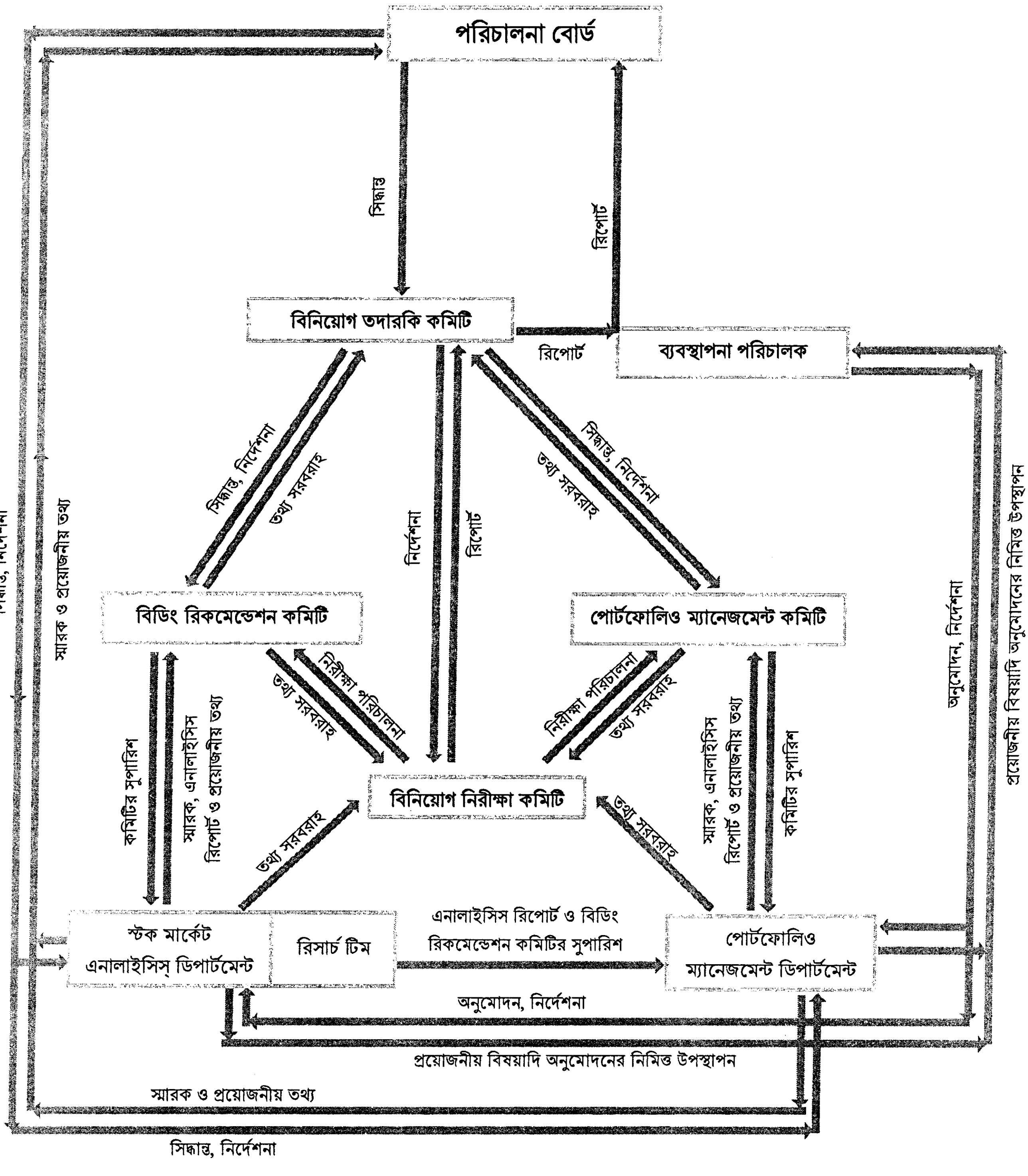

চিত্র: স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্টিং প্রসিডিউর (এসআরপি)

ত্রয়োদশ অধ্যায়
বিবিধ

১৩.১. পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ (Review and Update):

(০১) এই নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত কোন বিষয়ে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য রেগুলেটরের আইন, বিধি, প্রবিধি, ডিরেক্টিভ, নোটিফিকেশন, সার্কুলার জারী হলে, তা এই নীতিমালার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে;

(০২) সময়ে সময়ে পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এ নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন করা যাবে।

১৩.২. তথ্যের গোপনীয়তা (Confidentiality of Information):

পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কমিটি, বিডিং রিকমেন্ডেশন কমিটি, বিনিয়োগ অডিট কমিটি ও বিনিয়োগ তদারকি কমিটির কোন সদস্য, বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আইসিবির কোন কর্মকর্তা/কর্মচারি বিনিয়োগ সংক্রান্ত কোন তথ্য আইনগতভাবে জানার অধিকারভুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কারো নিকট প্রকাশ করবেন না।

১৩.৩. শৃঙ্খলা/শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (Disciplinary action):

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটি, কমিটির কোন সদস্য অথবা বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আইসিবির কোন কর্মকর্তা/কর্মচারি এ নীতিমালা লঙ্ঘন করলে, নীতিমালা বহির্ভূত কোন কাজ সম্পাদন করলে তদন্ত সাপেক্ষে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ কর্মচারি চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২১, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪ মোতাবেক দণ্ড আরোপ করা হবে অথবা প্রচলিত সরকারি আইন ও বিধি মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৩.৪. রহিতকরণ ও হেফাজত (Repeal and Savings):

(০১) এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিস্টেড সিকিউরিটিজ ও প্রাথমিক গণপ্রস্তাবে বিনিয়োগ নীতিমালা-২০১৯ রহিত হবে।

(০২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত নীতিমালার অধীনে কৃত কোন কর্ম, গৃহীত সুপারিশ, সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা, প্রদত্ত নির্দেশ, অনুমোদন এ নীতিমালার অধীনে কৃত, গৃহীত, প্রদত্ত, অনুমোদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।